দৈনিক বাংলা

তারিখ ...05 FEB 1994... ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

22

উদ্যোক্তারা নীরব ঃ নীতিমালার প্রয়োগ নেই

বইমেলা ভারতীয় বইয়ের অবৈধ সংস্করণে সয়লাব

হাসান হাফিজ ঃ দু'দিন বৃষ্টি, একদিন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পর বইমেলার চতুর্থ দিনে শুক্রবার একুশের বইমেলায় যথেষ্ট ভিড় হয়। আগের তিনদিনের তুলনায় বিক্রির অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে বলে প্রকাশকরা জানান।

ভারতীয় লেখকদের বইয়ে মেলা সয়লাব হয়ে গেছে এবার। ক্ষুদ্র প্রকাশকরা এ প্রতিনিধিকে বলেছেন, বাংলা একাডেমীর নীতিমালায় স্পষ্ট আছে যে বাংলাদেশের লেখক ও বাংলাদেশে প্রকাশিত বই মেলায় বিক্রি এবং প্রদর্শন করা যাবে। কিন্তু এ নীতি মারাত্মকভাবে লংঘিত হচ্ছে। নীতিমালার কোন প্রয়োগ নেই।

দিব্যপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট কথাশিল্পী সাংবাদিক মঈনুল আহসান সাবেরের সঙ্গে কথা হল। তিনি বললেন, বাজারে একটা কথা চালু আছে যে, 'দাদাপন্থীরা বলেন–জ্ঞানের দরজা বন্ধ করা যাবে না।' এবারের মেলায় অধিকাংশ স্টলের প্রথম দু'সারিতে যে বই আছে, সেগুলোর লেখকরা ভারতীয়। এগুলোর ২০ শতাংশের মতো সংশ্লিষ্ট ভারতীয় লেখকদের অনুমতিপ্রাপ্ত,

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভারতীয় বইয়ের অবৈধ সংস্করণে বইমেলা সয়লাব

বাকি ৮০ শতাংশই পাইরেট এডিশন অর্থাৎ লেখকের অনুমতিহীন।

সাবের বলেন, তথাকথিত জ্ঞানের দরজা চলতি ফেব্রুয়ারীতে এক মাস যদি বন্ধ রাখা হয় তাহলে তেমন কিছু যাবে আসবে না। আমাদের লেখক, প্রকাশক, সৃজনশীল সাহিত্যের অস্তিত্বের স্বার্থে হোক কিংবা মেলার সুস্থতার জন্য হোক এই অবাঞ্ছিত অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটানো উচিত। একুশের বইমেলার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য কি হবে, সেটার পরিষ্কার ফয়সালা হওয়া দরকার। মেলায় ভারতীয় বইয়ের দৌরাত্ম্য রোধের দায়িত্ব বাংলা একাডেমী এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন। ভারতীয় লেখকরা এ দেশকে এত ভালোবাসেন যে একই বই প্রকাশের অনুমতি চারজনকে দিয়ে দেন। তারা এতই ভুলো মন।

শিল্পতরু প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট কবি আবিদ আজাদ বললেন, পাইরেসি করা ভারতীয় বইয়ে একুশের বইমেলা ছেয়ে আছে। বাংলা একাডেমী হয়ে দাঁড়িয়েছে চোরাগোপ্তা দু' নম্বরী বইয়ের জায়গা। ভারতীয় বইয়ের দাপটের কারণে আমি তো মনে করি হুমায়ূন আহমেদের বইয়েরও বিক্রি কমে গেছে। মেলায় ভারতীয় বইয়ের অবৈধ সংস্করণ বিক্রি হচ্ছে দেদার। এই মেলার মূল উদ্দেশ্যই ছিল দেশী শিল্প সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা। সেটা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে।

আবিদ আজাদ জানান, মেলা কর্তৃপক্ষ এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি একসঙ্গে বসে নতুন করে জাতীয় মেলার চারিত্র্য নির্ধারণ করা দরকার। এটি প্রকাশকদের মেলা। কিন্তু তার পরিবর্তে এটা হয়ে উঠেছে ফালতু বই বিক্রেতাদের মেলা।

সময় প্রকাশকের স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমদ বলেন, বইমেলার জন্য একাডেমী যে নীতিমালা করেছে, মনে হয় পরিচিত প্রকাশকদের আটকানোই লক্ষ্য। কারণ, আমরা তো নীতিমালা ভাঙতে পাব না। যারা ভাঙছে তাদের ব্যাপারে কোন এ্যাকশন নেয়া হচ্ছে না। আপাতদৃষ্টে মনে হয় বাংলা একাডেমী ভারতীয় লেখকদের প্রমোট করার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্গে চেষ্টা হচ্ছে দেশী লেখকদের কিভাবে চাপানো যায়।

বিউটি বুক হাউসের হামিদুল ইসলাম বলেন, বিদেশী বইয়ে মেলা ভরে আছে। এটা নীতিমালা বিরোধী। এতে দেশী বইয়ের প্রকাশকরা অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দেশের প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকদের জন্য মেলায় যেভাবে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক।

'কোথাও কেউ নেই'

একটি স্টলের নাম 'কোথাও কেউ নেই'। জননন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের আলোড়িত প্রশংসিত টিভি সিরিয়ালের নামে নাম। এখানে বিক্রি করা হচ্ছে হুমায়ূনের ১২৮টি বই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সবচেয়ে বেশী চলছে হুমায়ূন আহমেদের নতুন দুটি বই 'ছায়াবীথি' ও 'রূপালী দ্বীপ'। পুরনোগুলোর মধ্যে বেশী চাহিদার বইগুলো হচ্ছে 'শঙ্খনীল কারগার', 'হিমু' এবং 'দারুচিনি দ্বীপ'।

এদিকে হুমায়ূন আহমেদের নতুন বই 'রূপালী দ্বীপ' এর চতুর্থ সংস্করণ আজ শনিবার মেলায় আসবে। প্রকাশক মিলন নাথ জানান, এর মধ্যে বইটির ১৫ হাজার কপি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বইটি বেরোয় ১৭ জানুয়ারী। চারটি সিটি নির্বাচনের ডামাডোল না থাকলে বিক্রি আরো বেশী হত।

বিনোদন স্টল 'মিলন'

জনপ্রিয় কথাশিল্পী নাট্যকার ইমদাদুল হক মিলন শুক্রবার বসেছিলেন বিনোদন নামের একটি স্টলে। ভক্ত অনুরাগী অটোগ্রাফ শিকারীদের বেশ ভিড় লক্ষ্য করা যায় সেখানে। মিলন জানান, একুশের বইমেলায় তার নতুন বই বেরুবে আটটি। এর মধ্যে কয়েকটি বেরিয়ে গেছে।